মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৭৭৪

পর্ব-২৯: চারিত্রিক গুণাবলি ও মর্যাদাসমূহ (كتاب الْفَضَائِل وَالشَّمَائِل)

পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ - নবীকুল শিরোমণি -এর মর্যাদাসমূহ

اَلْفصْلُ الثَّالِثُ (بَابُ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ)

আরবী

وَعَن أبي ذرّ الْغِفَارِيّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ حَتَّى اسْتَيْقَنْتَ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَر أَتَانِي ملكان وَأَنا ب بعض بطحاء مَكَّة فَوَقع أَحدهمَا على الْأَرْضِ وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَزِنْهُ بِرَجُلٍ فَوُزِنْتُ بِهِ فَوَزَنْتُهُ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زنه بِمِائَة فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَثِرُونَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ. قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَاحبه: لَو وزنته بأمته لرجحها . رَوَاهُمَا الدَّارِمِيّ

اسناده ضعيف ، رواه الدارمى (1 / 9 ح 14) * فيه عروة بن الزبير عن ابى ذر رضى الله عنه وما اراه يسمع منه وقال ابن اسحاق امام المغازى رحمه الله :" حدثنى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم انهم قالوا : يا رسول الله ! اخبرنا عن نفسك ؟ فقال : دعوة ابى ابراهيم و بشرى عيسى و رأت امى حين حملت بى انه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من ارض الشام و استرضعت فى بنى سعد بن بكر ، فبينا انا مع اخ فى بهم لنا ، اتانى رجلان عليهما ثياب بياض ، معهما طست من ذهب مملوء ثلجًا فاضجعانى فشقابطنى ثم استخرجا قلبى فشقاه فاخر جا منه علقة سوداء فالقياها ثم غسلا قلبى و بطنى بذاك الثلج حتى اذا انقياه ، رداه كما كان ثم قال احدهما لصاحبه : زنه بعشرة من امته فوزننى بعشرة فوزنتهم ثم قال : زنه بالف من امته فوزننى بالف فوزنتهم فقال : دعه عنك فلو وزنته بامته لوزنهم " (السيره لابن اسحاق ص 103) و سنده حسن لذاته

وهو يغنى عنه

বাংলা

৫৭৭৪-[৩৬] আবূ যার আল গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কিরূপে জানতে পারলেন যে, আপনি নবী, এমনকি আপনি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন? তিনি (সা.) বললেন, হে আবূ যার! একদিন আমি মক্কার বাত্বহা উপত্যকায় ছিলাম। এ সময় দু'জন মালাক (ফেরেশতা) আমার কাছে আসলেন। তাদের একজন মাটিতে নেমে আসলেন এবং অপরজন আকাশ ও জমিনের মাঝখানে রইলেন। অতঃপর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, ইনি কি তিনিই? অপরজন উত্তর দিলেন, হ্যা। তখন প্রথমজন বললেন, আচ্ছা, তাঁকে এক লোকের সাথে ওযন করা যাক। অতএব, আমাকে এক লোকের সাথে ওযন করা হলো। তখন আমি ঐ লোক অপেক্ষা ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, এবার তাঁকে দশ লোকের সাথে ওযন করা যাক। অতএব আমাকে দশ ব্যক্তির সাথে ওযন করা হলো। এবারও আমি তাদের ওপর ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে একশত জনের সাথে ওযন করা হোক। অতএব আমাকে তাদের সাথে ওযন করা হলো। এবারও আমি তাদের ওপর ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে এক হাজার জনের সাথে ওযন কর। অতএব আমাকে তাদের সাথে ওযন করা হলো। এবারও আমি তাদের ওপর ভারী হয়ে গেলাম। তিনি (সা.) বলেন, আমার মনে হচ্ছে এখনো আমি যেন তাদেরকে দেখছি। তাদের পাল্লা হালকা হয়ে এমনভাবে উপরে উঠে গেছে যে, আমার আশঙ্কা হলো, তারা যে আমার উপরে ছিটকে পড়বে। তিনি (সা.) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বললেন, তুমি যদি তাঁকে তাঁর সমস্ত উম্মাতের সাথেও ওযন কর, তখনো তার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। (হাদীস দু'টি দারিমী বর্ণনা করেছেন)

ফুটনোট

সনদ সহীহ: সনদের সকল রাবী পরিচিত তবে জাফার ইবনু উসমান আল কুরাশী ব্যতীত, তাকে আমি চিনি না এবং তারপর পেলাম তাকে তার দাদার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২৬৬, ৫৭০৫, দারিমী ১৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ (সা.) নবী হবেন এটা তার নিকট অলৌকিক ব্যাপার মনে হয়েছিল। প্রত্যেক নবী রাসূলগণের নুবুওয়্যাত ও রিসালাত প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: নিশ্চয় প্রত্যেক জাতির মানুষেরাই নবী-রাসূলগণের নবী হওয়ার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। যেমনিভাবে আমাদের নবীর সম্পর্কিত মানুষগণ মনোযোগ দিয়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ/যঈফ [মিশ্রিত] পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ যার আল-গিফারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85750

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন